সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ—

১) সাহিত্য দর্পণ শব্দের ব্যুৎপত্তি লেখ—

সাহিত্য = সহিত + ষঞ্ = সাহিত্য।

শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্ অতো সাহিত্যমুচ্যতে।

দর্পণ = দৃশ্ + ল্যুট্ বা অনট্ = দর্পণম্ (ক্লীবলিঙ্গ)

এর অর্থ আদর্শ বা আয়না (Mirror)

সাহিত্য দর্পণম্ — ৬ষ্ঠী তৎ। সাহিত্য যে জ্ঞান দেয় তা আয়নার মতো স্বচ্ছ। সাহিত্য শব্দের অর্থ মিলন, পরস্পর সাপেক্ষ্য, তুল্যরূপ পদ সমূহের একক্রিয়ান্বয়িত্ব এবং বুদ্ধিবিশেষ বিষয়ত্ব। পদ্যাত্মক কাব্যকেও সাহিত্য বলা হয়। সাহিত্যদর্পণ পাঠে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় সাহিত্য তত্ত্ববিষয়ে সম্যক ও সুষ্ঠু জ্ঞানলাভ হয়।

২) সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের রচয়িতা কে?

সাহিত্য দর্পণ গ্রন্থের রচয়িতা আলংকারিকাচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ।

৩) এই গ্রন্থটি কয়টি পরিচ্ছেদে রচিত?

গ্রন্থটি দশটি পরিচ্ছেদে রচিত।

৪) এই গ্রন্থের কোন পরিচ্ছেদে নাটকের আলোচনা আছে?

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছে নাটকের আলোচনা— 'ইতি সাহিত্য দর্পণে দৃশ্যকাব্যনিরূপণ নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।'

৫) বিশ্বনাথ প্রদত্ত কাব্যের লক্ষণটি কি?

বিশ্বনাথ প্রদত্ত কাব্যলক্ষণ হলো — 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।'

৬) কাব্য কয় প্রকার ও কি কি ?

শ্রব্য ও দৃশ্যভেদে কাব্য প্রধানতঃ দুই প্রকার— শ্রব্যকাব্য (রামায়ণ, মহাভারতাদি) ও দৃশ্যকাব্য (অভিজ্ঞান শকুন্তলাদি)।

৭) দৃশ্যকাব্য কাকে বলে?

দৃশ্যকাব্য দর্শন প্রধান, দৃশ্যকাব্য অভিনেয়, রঙ্গমঞ্চে দর্শকসমক্ষে নাটকীয় বিষয়বস্তু বা ঘটনা নট-নটী কর্তৃক অভিনীত হয়। শ্রবণের বিষয় থাকলেও নাটকে দর্শনের বিষয়ই প্রধান। অভিনয়ের আঙ্গিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অংশ দর্শনযোগ্য, শুধু বাচিক অংশটুকু শ্রবনীয়। বেশী অংশ দর্শনীয় বলে 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি' নিয়মানুসারে নাট্যসাহিত্য দৃশ্যকাব্য নামে অভিহিত।

৮) দৃশ্যকাব্যকে রূপক বলা হয় কেন?

'তদ্রূপারোপাত্তু রূপকম্' —রামচন্দ্রাদি নাটকীয় পাত্র/পাত্রীর রূপ নটের উপর আরোপিত হয় বলে দৃশ্যকাব্যকে বলা হয় রূপক। যেমন— 'মুখচন্দ্রম্' প্রভৃতি বাক্যাংশে মুখের উপর চন্দ্রের আরোপত্বহেতু রূপক অলংকার হয়, তেমনি নট/নটীর উপর রামচন্দ্র/সীতা প্রভৃতির আরোপ হয়। রূপকম্ তৎ সমারোপাৎ, তথৈব নায়কারোপো নটে রূপকমুচ্যতে।'